সমকাল

তারিখ ... 25 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

# ভালো স্কুল মানেই ভালো সিলেবাস

ইউরোপের চিঠি | সালেহা চৌধুরী

ব্রিটেন প্রবাসী কথাসাহিত্যিক

ব্রিটেনে একটি ভালো স্কুল হিসেবে কিছুদিন আগে যাকে নির্বাচিত করা হয় তার নাম 'অল সেন্টস অ্যান্ড সেন্ট প্যাট্রিক স্কুল'। কারণ তখন সোলার এনার্জি ও রিনিউএবল এনার্জি (যে এনার্জির ক্ষয় নেই) নিয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় যে স্কুলটি প্রথম হয় তাকে সরকার যে টাকা দেয় তা দিয়ে তারা নিজেরা স্কুলের যাবতীয় এনার্জি বা ইলেকট্রিসিটি তৈরির জন্য সোলার প্যানেল কেনেন। টিচার ও ছাত্ররা মিলে এখানে প্যানেল বসান। বাইরের কোনো ইঞ্জিনিয়ার নয়। ছাত্র নামের ক্ষুদে ইঞ্জিনিয়ার এই কাজ করেন। আর শিক্ষক নামের দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন সঙ্গে। এখন সেই স্কুলের সমস্ত এনার্জিই সূর্যের আলো থেকে নেওয়া হয়। প্রতিযোগিতায় ২২টি স্কুলকে শর্ট লিস্ট করা হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্কুলকে সরকার আর্থিক সাহায্য দেয়, যা দিয়ে তারা সোলার প্যানেল কেনে এবং বসায়।

স্কুলের ছাত্রদের মেধা ও মননে, এক্সপেরিমেন্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও এক্সপ্লয়টেশন কাজে লাগানোর সুযোগ পাওয়া– এ ব্যাপারগুলো নিঃসন্দেহে একটি বড় ভূমিকা রেখেছিল। ফলে এখন তারা রিনিউএবল এনার্জির অনেক কিছু জানে।

কাজেই একটি ভালো স্কুল বলতে প্রথমত যা মনে পড়ে তা হলো, এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা কতটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ পায়। কেবল বই মুখস্থ বা পুঁথিগত বিদ্যা নয়। মুখস্থ, কণ্ঠস্থ, উদরস্ত এবং উদ্গারণ নয়। মস্তিষ্কের ভেতরে ও মননের ভেতরে সেই শিক্ষার আলো কীভাবে কাজ করে। এমন একটি প্রতিযোগিতা কি আমাদের দেশেও হতে পারে না? প্রশ্ন উঠতে পারে, যা ব্রিটেনে হয় তা বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য নয়। সবকিছু প্রযোজ্য না হলেও এই 'রিনিউএবল এনার্জি' নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা জানা মন্দ নয়। ছেলেমেয়েরা সকলে রিনিউএবল এনার্জি সম্বন্ধে জানে, তাহলে একদিন হয়তো ওরাই এনার্জি সমস্যার সমাধান করতে পারবে। সূর্য, বাতাস, বৃষ্টি, ঢেউ, মাটির নিচের তাপ সবকিছু থেকেই যে একদিন এনার্জি সংগ্রহ হতে পারে সেটা তারা স্কুল থেকেই শিখে নিতে পারে। এই কারণে সবাইকে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভর্তি হতে হবে না। এখানকার স্কুলে যারা সোলার প্যানেল বসাতে শিখে গেছে তাদের কেউ কেউ প্রাইমারির ছাত্র।

ভালো স্কুলের ক্লাস ছোট হয়। পঁচিশের বেশি নয়। যেখানে সকলে শেখার সুযোগ পায় এবং শিক্ষককে সাহায্য করার লোকও থাকে। ব্রিটেনে কবেই হাই বেঞ্চ ও লো বেঞ্চের ভিক্টোরিয়ান কাল শেষ হয়ে গেছে; কিন্তু আমাদের স্কুলে এখনও সে নিয়মে ক্লাস সাজানো হয়। যারা আমাদের এসব শিক্ষার কথা প্রথমে বলেছিলেন তাদের সবকিছু এখন একেবারেই অন্যরকম। আমাদের কোনো কোনো জায়গায় তেমন পরিবর্তন নেই। যদিও দেশে এখন পাসের হার বেড়ে গেছে, অনেকেই এসএসসি ও এইচএসসিতে গোল্ড পাচ্ছে, অ্যাথস অলিম্পিয়াড, বিজ্ঞান মেলায় ছেলেমেয়েরা অনেক ভালো কাজ করে প্রমাণ করছে, তারা পিছিয়ে নেই। তবু আমার মনে হয়, আরও কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ থাকলে ভালো হয়। আর একটি ব্যাপার, সব শিক্ষা বাড়ি আসতে আসতে ভুলে গেলে চলবে না। যেমন শিক্ষার্থী ছাত্র-সন্তান বাড়িতে থাকতেও মা খোঁজ করেন মিস্ত্রি, যে সামান্য বালব 'লাগানো' বা ফিউজ বদলানোর জন্য বাড়িতে আসে। এসব কাজ বাড়ির পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীর হাতে থাকলে মন্দ কি। ওরা নিশ্চয় স্কুলে বইপত্রে পড়েছে, এবার কাজে লাগাক। তারপর এর চেয়ে আর একটু বড় কাজ।

> ভালো স্কুলের ক্লাস ছোট হয়। পঁচিশের বেশি নয়। যেখানে সকলে শেখার সুযোগ পায় এবং শিক্ষককে সাহায্য করার লোকও থাকে। ব্রিটেনে কবেই হাই বেঞ্চ ও লো বেঞ্চের ভিক্টোরিয়ান কাল শেষ হয়ে গেছে; কিন্তু আমাদের স্কুলে এখনও সে নিয়মে ক্লাস সাজানো হয়। যারা আমাদের এসব শিক্ষার কথা প্রথমে বলেছিলেন তাদের সবকিছু এখন একেবারেই অন্যরকম। আমাদের কোনো কোনো জায়গায় তেমন পরিবর্তন নেই

সোলার এনার্জি নামের ব্যাপারটি আজকের নয়। ১৮৩০ সালে ব্রিটিশ অ্যাসট্রোনোমার জন হারসেল একটি সোলার চুলা বানিয়ে রান্না করেছিলেন। ভাবা যায়, এত আগে সূর্যকে প্রয়োজনে কাজে লাগিয়েছিলেন একজন। আলবার্ট আইনস্টাইন নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন ১৯২১ সালে। তার বিষয় ছিল সোলার পাওয়ার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সোলার পাওয়ার থেকে কীভাবে ইলেকট্রিসিটি উৎপাদন করা যায় সেই বিষয়। এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সোলার পাওয়ার স্টেশন চায়নাতে। গোলমাড সোলার পার্ক চায়নার বড় সোলার স্টেশনের নাম (জ্ঞান অর্জনের জন্য চীনে যাও– হাদিস)।

আমরা জানি, এ জিনিস বসাতে বা ব্যবহারে খরচ অনেক। আমি যা বলতে চাই তা হলো, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর স্কুলের কিছু অংশ যদি সোলার পাওয়ার থেকে বিদ্যুৎ নিয়ে চলে, তাহলে খারাপ কি এবং প্রতিটি বাড়ির কিছু অংশ সোলার বিদ্যুতে চলতে পারে। সিঁড়ির আলো, বাইরের আলো এসব (ঢাকায় আমি কিছু কিছু জায়গায় এমন ব্যবস্থা দেখেছি, আশান্বিত হয়েছি)। আমি জানি, বাংলাদেশে এ নিয়ে বিস্তর কাজ হচ্ছে, গবেষণা হচ্ছে। এর খরচ এবং অন্য সুবিধা-অসুবিধা নিয়েও ভাবনাচিন্তা বন্ধ হয়নি। কিন্তু স্কুলের ছাত্রছাত্রী পর্যায়ে এখনও তা নেমে আসেনি। ব্রিটেনে যা হয়েছে। ছেলেমেয়েরা যদি সুযোগ পায় বলা যায় না কাজ করতে করতে খরচ কমানোর বুদ্ধিও বের করতে পারে। শুনেছি বিদেশে আমাদের একজন বালি থেকে ইলেকট্রিসিটি বের করেছেন এবং এ ব্যাপারে তিনিই প্রথম। সম্প্রতি একজন কণা আবিষ্কার করেছেন। ফসিলাইজড এনার্জি একদিন শেষ হবে, তেল, গ্যাস, কয়লার ভাণ্ডার অফুরন্ত নয়। রিনিউএবল এনার্জি শেষ হবে না। বাতাস, সূর্য কি শেষ হবে। সূর্য তো আরও আট বিলিয়ন বছর থাকবে। ততদিন আমরা থাকব না।

কাজেই স্কুলের সিলেবাসে বা পাঠ্যসূচিতে এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা থাকা ভালো। দশ বছর পর একজন যখন স্কুল থেকে বেরিয়ে আসবে–তাদের জন্য একটি সত্যিকারের সিলেবাস। ব্রিটেনের লাখ লাখ স্কুল লিভার ভালো কাজ করেন, বেঁচে আছেন এবং এদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীও আছেন। তাঁরা যখন বের হন সাঁতার থেকে আরম্ভ করে জীবনযাপনের অনেক কিছুই শেখেন। ইউনিভার্সিটিতে যারা যান তাদের সংখ্যা 'স্কুল লিভারের' চেয়ে বেশি নয়।

ক্লাস ছোট হবে যেখানে ছেলেমেয়েরা চামচে তুলে খাওয়ানো থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। যত্রতত্র বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হচ্ছে। কিন্তু সত্যিকারের উন্নতি বলতে আমরা বুঝি দেশে অনেক বেশি উঁচু মানের স্কুল। কারণ স্কুল ফাউন্ডেশন তৈরি করে। যে ভিত মজবুত না হলে ভালো কিছু হয় না। ভিত ছাড়া একটি ভালো ইমারত কি হতে পারে?

যদি ছাত্রছাত্রীদের বলা যায় তোমরা চেষ্টা কর অন্তত একজনকে শিক্ষিত করতে, তাহলে কী হবে? দেশে খুব তাড়াতাড়ি অশিক্ষিতের সংখ্যা কমে যাবে। স্কুল থেকে বের হতে হতে অন্তত একজনকে লেখাপড়া শেখাক।

কাজেই আমার সব কথার সার কথা– পড়াশোনায় সিলেবাসে নতুন কিছু সংযোজিত হোক। বিজ্ঞানের ব্যবহারিক জীবনে পরীক্ষা, অন্যকে পড়ানোর জ্ঞান, কেবল প্রাইভেট টিউটরের ওপর নির্ভর নয়, পড়ার বই বাদে বাড়িতে সপ্তাহে একটি করে বই নিয়ে যাওয়ার সুযোগ আর ইংরেজি রিটেন বা গ্রামার শেখার আগে মৌখিক বা কথোপকথনে ইংরেজি শেখা, ধর্ম মানে মানবতা বা অন্যকে সাহায্য, আর একটি বিষয় শিশুদের অ্যাসথেটিক বা সৌন্দর্যবোধের জ্ঞান যেন বৃদ্ধি পায়, সে ব্যাপারেও কিছু থাকা ভালো। যেন ও নিজের ঘর, বাড়ি ও বাড়ির পরিবেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে একটা কিছু করতে পারবে। কম্পিউটারের বাইরেও যে জগৎ থাকে বাড়িতে ফিরে তা জানা। এ ছাড়াও আরও অনেক কিছুই সংযোজিত হতে পারে। যাদের হাতে এসব করার ক্ষমতা আছে, তারা ভাবতে পারেন। নতুন সিলেবাসে বদলে যেতে পারে শিক্ষার মান।

শিক্ষার আলোয় বাংলাদেশ উদ্ভাসিত হোক। চিন্তার দিগন্ত প্রসারিত হোক।